প্রোটোকলস অব জায়নিজম

ইহুদীবাদের গোপন ষড়যন্ত্র

ভাষান্তর ও ব্যাখ্যায়

মোহাইমিন পাটোয়ারী
ও
তামিম ইবনে ইয়াকজান

সূচীপত্র

ইংরেজি প্রকাশকের ভূমিকা 4
এল্ডার্সরা কারা? 8
১ নং প্রোটোকল 11
রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ক্ষমতার পালাবদল 12
গণতন্ত্র 14
ক্ষমতাই অধিকারের মূলমন্ত্র 15
আমরা হবো স্বৈরশাসক 17
সামাজিক অবক্ষয় 18
স্বৈরাচার 18
উদারনীতি 20
২ নং প্রোটোকল 22
রাষ্ট্র পরিচালনা 22
শিক্ষা 24
৩ নং প্রোটোকল 25
দারিদ্রতা এক বিধ্বংসী অস্ত্র 26
আমরা কমিউনিজম চাই 27
ইহুদিরা নিরাপদ থাকবে 30
৪ নং প্রোটোকল 33
সৃষ্টিকর্তার ধ্বংস আমাদের হাত ধরে আসবে 35
৫নং প্রোটোকল 37
মিথ্যায় চালিত সমাজ 38
পুঁজির একাধিপত্য 40
৬ নং প্রোটোকল 42
অইহুদিদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাতে হবে 43
৭ নং প্রোটোকল 45
বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ 46
৮ নং প্রোটোকল 47
৯ নং প্রোটোকল 49
ইহুদি মহা-রাষ্ট্র 50

খ্রিষ্টান যুবকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত 52
১০ নং প্রোটোকল 54
বৈশ্বিক ক্ষমতা লাভ আমাদের লক্ষ্য 55
উদারনীতির বিষক্রিয়া 57
আমরা রাষ্টপতি নিয়োগ দেব 59
আমাদের হাত ধরে আসবে অনিবার্য ধ্বংস 61
১১ নং প্রোটোকল 62
নেকড়ের মতো আগ্রাসী 64
১২ নং প্রোটোকল 66
প্রচারমাধ্যম আমাদের নিয়ন্ত্রণে 67
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা থাকবে না 69
ছাপার অক্ষরে কেবল মিথ্যের হাতছানি 72
১৩ নং প্রোটোকল 74
অদ্ভুত ভেলকিবাজি 75
১৪ নং প্রোটোকল 77
খ্রিষ্টের উপসনা নিষিদ্ধ করা হবে 79
১৫ নং প্রোটোকল 80
গুপ্ত সংঘ 82
অইহুদিরা বোকার হদ্দ 83
জেন্টাইলরা গোমূর্খ 85
আমরা আনুগত্য অন্বেষণ করি 87
আমরা হবো নির্দয় 89
১৬ নং প্রোটোকল 91
ইতিহাসের পালাবদল 92
১৭ নং প্রোটোকল 94
আমরা ধর্ম যাজকদের উচ্ছেদ করব 95
১৮ নং প্রোটোকল 99
ভয়কে পুঁজি করে গড়ে ওঠা সরকার 100
১৯ নং প্রোটোকল 102
২০ নং প্রোটোকল 103
আমরা পুঁজিকে ধ্বংস করবো 104
আমরাই মন্দা তৈরি করবো 107
অইহুদি (GENTILE) রাষ্ট্রগুলো দেউলিয়াত্বের পথে হাটছে 109

সুদের পীড়া 111
২১ নং প্রোটোকল 115
২২ নং প্রোটোকল 118
২৩ নং প্রোটোকল 119
২৪ নং প্রোটোকল 121
ইহুদি রাজা 123
শেষকথা 124
১-ক ১৪৮৯ এর প্রোটোকল 124
২-ক ১৮৬০ এর প্রোটোকল 125
৩-ক ১৮৬৯ এর প্রোটোকল 125
৪-ক ১৯১৯ এর প্রোটোকল 126

****

৩ নং প্রোটোকল

১

আমাদের বিজয়ের দোড়গোড়ায় এসে পড়েছি। যেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে আমরা হাজার বছর সংগ্রাম করেছি, আর কয়েক ধাপ এগুলেই সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। এর মাধ্যমে এক চক্র সম্পন্ন হবে, যার নাম আমরা দিয়েছি স্বর্প-চক্র। যখন এই স্বর্প-চক্র সম্পন্ন হবে তখন ইউরোপের সবগুলো দেশ আমাদের বিষাক্ত সাপের ছোবলে আবদ্ধ হয়ে পড়বে।

২

রাষ্ট্রসমূহের সাংবিধানিক ব্যবস্থা অচিরেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বসে পড়বে। সংবিধানগুলোকে আমরা এমনভাবেই প্রণয়ন করেছি যে এতে বহু ফাঁক ফোঁকর রয়ে যায় এবং টানা হেচড়ায় দুদোল্যমান হয়ে সবশেষে সেগুলো ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

অইহুদিরা মনে করে তাদের সংবিধান যথেষ্ট নিখুঁতভাবে প্রণিত হয়েছে; সংবিধান তাদের মাঝে সময়ের পরিক্রমায় একদিন সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু এই ধারণা শতভাগ ভুল। প্রতিনিধিবর্গের প্ররোচণায় এ শাসকগোষ্ঠী বিক্ষিপ্ত ও অনিয়ন্ত্রিত শাসনক্ষমতার অতল গহবরে ডুবে গিয়েছে। শাসকদের মাঝে আমরা ক্ষমতা হারানোর ভীতি প্রবেশ করিয়েছি। প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়ে শাসকেরা দেশে নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। ফলে প্রতিনিধিদের হাতে চলে গেছে মূল ক্ষমতা।[1]

এভাবে রাজা আর প্রজার মাঝে তৈরি হয়েছে অকল্পনীয় দূরত্ব। শাসনভার যার কাধে ন্যস্ত, সে চাইলেও আর জনগণের কাছাকাছি যেতে পারছে না, তাদের সাথে একাত্ব হতে পারছে না। তাই শত্রুদের বিরুদ্ধেও জনমত তৈরি করা হয়ে পড়েছে অসাধ্য। আমরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সরকার এবং জনতার মাঝে এক গভীর খাদ তৈরি করে দিয়েছি। ফলে দুই দলই আজ দিকভ্রান্ত। এর তুলনা করা যায় একজন অন্ধ ও তার ব্যবহার্য লাঠির সাথে, যারা একে অপরকে ছাড়া অর্থহীন।

৩

ক্ষমতালোভীরা যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, সে ব্যবস্থা আমরা তৈরি করে রেখেছি। সেই লক্ষ্যেই সমাজব্যবস্থায় ক্রিয়াশীল সকল দলের স্বার্থ একটা আরেকটার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে। ফলে স্বাধীনতা প্রশ্নে তারা আর কেউ একে অপরকে কোনোভাবেই ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়, যদিও তারা উদারনীতি মেনে চলার দাবি করে। আমরা সব দলে প্ররোচনা যুগিয়েছি, তাদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছি এবং শাসক দলের বিরুদ্ধাচরণকে তাদের অন্তিম লক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করিয়েছি। আমাদের কল্যাণে রাষ্ট্রগুলো আজ যুদ্ধ মঞ্চ,

[1] এখানে মূলত বুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান প্রশাসনিক কাজ সমাধা করার জন্য বিপুলসংখ্যক আপাত অরাজনৈতিক প্রতিনিধি বা আমলা নিয়োগ দেন। তাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণের ক্ষমতা দেয়া হয়।

যেখানে হজারো বিভ্রান্তিকর সমস্যা লড়ে চলছে একে অপরের বিরুদ্ধে। আর অল্প কিছুদিন। তারপরেই সার্বজনীন অরাজকতা ও দেউলিয়াত্ব বিরাজ করবে।

৪

প্রশাসনিক বৈঠক ও সংসদীয় অধিবেশনগুলো এখন সার্কাসের মঞ্চে পরিণত হয়েছে। সংসদ সদস্যরা অনবরত বড় বড় কথার ফুলঝুড়ি ছোটান সেখানে, কিন্তু কজের কাজ কিছুই করা হয় না। ঐ বলা পর্যন্তই। এর সবই আমাদের পরিকল্পনার অংশ। সাহসী সাংবাদিকরা এসব সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কলম তুলে, সৎ ব্যাক্তিবর্গ তাদের বিরুদ্ধে লিফলেট বিতরণ করে।[2](কিন্তু ফলাফল শূণ্য)

এই কফিনের শেষ পেরেক হবে ক্ষমতার অপব্যবহার। ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণেই রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হবে এবং পুরো ব্যবস্থা ধ্বসে পড়বে। তারপরই রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপূর্ণ ধ্বংস নিশ্চিত করবে উন্মত্ত জনগণ।

দারিদ্রতা এক বিধ্বংসী অস্ত্র

৫

অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় দরিদ্রতার ভারে সবাই জর্জরিত। একসময় মানুষ দাসত্ব এবং সামন্ত্রতন্ত্রের (feudalism) শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। তবে সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কোন না কোন পথ ছিল। কারণ দৃশ্যমান পরাধীনতার শেষ আছে। কিন্তু চাহিদা নামক দাসত্বের শেষ নাই।

জনগণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমরা অধিকার নামক কিছু ফাঁপা বুলি সংযুক্ত করে দিয়েছি সংবিধানে। রূপকথা কী কোনদিন বাস্তবায়িত হয়? ‘অধিকার’ নামক অলীক ব্যাপারটাও সেরকম। এর অস্তিত্ব কেবল খাতা কলমে সীমাবদ্ধ এবং বাস্তবে এর প্রণয়ন অসম্ভব।

[2] আগে একসময় জনমত গড়তে ছোট লিফলেটে প্রচার ছড়ানোর চল ছিল।

সর্বহারা[3] শ্রমিকদের দিকে নজর দিয়ে দেখুন। কাজের বোঝায় যার জীবন জর্জরিত, তার জন্য কেউ একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যা ইচ্ছা তা বক বক করার অধিকার পেলেই কি আসে, না পেলেই বা কী যায়? রাজনীতি তো এভাবেই চলে। তাই না?

(ভেবে দেখুন তো,) রাজনীতিতে কী হলো বা না হলো তা দিয়ে অসহায় শ্রমিকদের জীবনে কী আসে যায়? অন্যদিকে সাংবাদিকরা বিপ্লব ঘটাচ্ছে কাগজে কলমে। সেদিকেও শ্রমিকদের ভ্রুক্ষেপ করার ফুরসত নেই।

সংবিধানে শ্রমিকদের জন্য বিন্দুমাত্র লাভের কিছু নেই। লাভ শুধু আমাদের জন্যই। আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যখন তারা ভোট দেয়, কিংবা আমাদের পছন্দের ব্যক্তিকে ক্ষমতার আসনে বসাতে সমর্থন যোগায়, কিংবা আমাদের এজেন্সিগুলোর চাকর হিসেবে কাজ করে তখন আমাদের বিশাল লাভের পাত্র থেকে তাদের দিকে সামান্য যেই উচ্ছিষ্টাংশ ছুঁড়ে দেই, তা ব্যতীত তাদের জীবনে কোন লাভ নেই।

গরিবের জন্য অধিকারের বয়ান স্রেফ একটা কৌতুক। জীবিকার তাগিতে সারাদিন খেটে মরা শ্রমিকদের জন্য অধিকারের কথা ফাঁপা বুলি ছাড়া কিছুই না। বরং অধিকার আদায়ের জন্য মাঠে নামতে গিয়ে তাদের স্থায়ী আয়ের নিশ্চয়তা হারিয়ে যায়। শ্রমিক নেতা এবং মালিক পক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার উপর তার জীবিকা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আমরা কমিউনিজম চাই[4]

৬

জনগণ আমাদের নেতৃত্বেই আভিজাত শ্রেণীর (noble class) শাসনকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে।[5] মজার বিষয় হচ্ছে, এই অভিজাত শাসকরাই (nobility) তাদের নিরাপত্তা দিত। জনগণের সাথে অভিজাত শ্রেণির কল্যাণের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। এখন সেই জায়গায় মুনাফাখোর মহাজন আর কর্তাদের চাপে জনগণ দিশাহারা। তাদের গলায়

---

[3] সর্বহারা বলতে শ্রমিক-মজুরদের সেই শ্রেণিকে বোঝানো হয় যারা নিজেদের শ্রমলব্ধ উৎপাদনের ফল থেকে বঞ্চিত। সর্বহারাগণ নিজ শ্রমশক্তি বিক্রয় করে জীবনধারণ করেন এবং তারা বুর্জোয়া তথা মধ্যবিত্তদের দ্বারা শোষিত হন।

[4] সমাজতন্ত্রের পতনের পর এই বক্তব্যে আপত্তি জানানোর মত অনেক উপাদান আছে এবং শ্রমিকরা আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের জীবনমানে অনেক পরিবর্তন আনতে পেরেছে। তবে এই সব কিছুর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই সোশ্যাল ডেমোক্রেসির উত্থান যা সমাজতন্ত্রের আদর্শ কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

[5] ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি অভিজাত শ্রেণির সব সুবিধা বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা। ১৯শতকের শুরুর দিকে অভিজাত শ্রেণীর শাসনের অবসান হলেও তাদের সুযোগ সুবিধা তখনো লোপ পায়নি।

পরানো হয়েছে ভারী জোয়াল[6]। মায়া দয়ার কোন স্থান নেই এই ব্যবস্থায়; কেবল হৃদয়হীন অত্যাচারই প্রাধান্য পায়।

৭

বাহির থেকে দেখে মনে হতে পারে আমরা শ্রমিকদের দাসত্বের ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দিতে চাইছি। কিন্তু তা আমাদের ভেলকি মাত্র।[7] আমরা সাধারণ শ্রমিকদেরকে সমাজতন্ত্র, নৈরাজ্যবাদ, সাম্যবাদ- ইত্যাদি বিশ্বাসের দিকে প্রলুব্ধ করছি ।

(সামন্ত তান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায়) সম্ভ্রান্ত শ্রেণী শ্রমিকদের (surf) "শ্রম" যুগ যুগ ধরে চলমান সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো অনুযায়ী অবিচ্ছেদ্যভাবে পেতো।[8] তাই শ্রমিকরা যাতে যথাযথ অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার লাভ করে সেদিকে তারা নজর দিতো। আমরা এ পন্থায় বিশ্বাসী নই। আমরা ঠিক তার বিপরীতে হাটবো। আমরা সমাজ ও রাষ্ট্র হতে অইহুদিদের স্রেফ গায়েব করে দিতে চাই। তাদের চিহ্ন মুছে ফেলতে চাই। হত্যাযজ্ঞ চালাতে চাই তাদের উপর।[9] চরম খাদ্যসংকট ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যাবস্থার অবনতির মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করবো।[10] এভাবে সংকট তৈরি করে আমরা তাদের ইচ্ছাশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে দমিয়ে দিব যাতে তাদেরকে নিজেদের ইচ্ছার দাস করে রাখতে পারি।

আপন স্বকীয় শক্তি, ক্ষমতা বলতে তার আর কিছুই বাকি থাকবে না। ফলে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সক্ষমতা তারা হারিয়ে বসবে।[11] নিজেদের প্রতিনিধিও থাকবে না

---

[6] লাঙ্গল চাষ করার সময় গরুর পিঠে বা ঘোড়ার গলায় যা পরানো হয়

[7] বলশেভিক বিপ্লব এবং তার আগে রাশিয়াতে ঘটে যাওয়া একাধিক বিপ্লবের মূল মন্ত্র ছিল সার্ফ বা সম্ভ্রান্ত জমিদারদের হাতে থাকা স্থায়ীভাবে আবদ্ধ কৃষকদের মুক্তি দেওয়া।

[8] সমান্ততন্ত্র বা জমিদারী প্রথায় একজন জমিদার ও শ্রমিকের মাঝে স্থায়ী সম্পর্ক ছিল।

[9] জুদাইজমের প্রচলিত শিক্ষা অনুযায়ী ইহুদিরা অইহুদিদের থেকে সেরা।

[10] ইহুদি অ্যাকাডেমিক শাহাক তার বই *'Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years'* এ ইহুদি আইন সম্পর্কে বলেন,
"একজন ইহুদি একজন জেন্টাইলকে হত্যা করলে তার পাপ হবে এবং এ পাপের বিচার কেবল খোদা করতে পারেন, পৃথিবীর কোর্টে তার কোন বিচার হবে না। আর পরোক্ষভাবে কোন অইহুদিকে হত্যা করা কোন পাপ নয়। নিজ হাত অইহুদিদের ক্ষতি করা যাবে না তবে পরোক্ষভাবে ক্ষতি করা যেতে পারে। যেমন: কোন অইহুদি যদি গর্তে পড়ে যায় সেখান থেকে মই সরিয়ে নেয়া…এমনটা করার ক্ষেত্রে কোন মানা নেই যেহেতু এখানে পরোক্ষভাবে ক্ষতি করা
হচ্ছে। *(https://matzpen.org/english/1981-10-10/the-jewish-religion-and-its-attitude-to-non-jews-appendix-israel-shahak)*

[11] সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে গেলে এর মানে দাঁড়াচ্ছে তারা আমাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা, নৈতিক স্খলন ও চিন্তাহীনতা ঘটিয়ে প্রথমে ভোগবাদী পশুতে পরিণত করবে। তারপরে তারা আমাদের সাথে নেতৃবৃন্দের দূরত্ব তৈরি করে এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে জাতিকে একদল অসংঘবদ্ধ প্রতিনিধিহীন বন্য পশুতে পরিণত করবে। তারপরে উদারনীতির শিক্ষা দিয়ে পশুর দলকে ভেড়াতে পরিণত করবে। সবশেষে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে ভেড়ার পালের উপর এবং বিশ্ব ব্যবস্থার নীলনকশাকারীরা পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে পূর্ণ নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য।

তাদের আর। আগে সম্ভ্রান্ত পরিবারের শাসকরা আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকদের উপর যতটা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতো, ক্ষুধাকে পুঁজি করে তার চেয়ে বেশি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ক্ষুধার শক্তি এই পুঁজিবাদি ব্যবস্থাকে চালাবে ঠিক যেভাবে আইনের শক্তি চালায় রাজতন্ত্রকে।[12]

৮

জনসাধারণের মাঝে অনিঃশেষ আকাঙ্ক্ষা, হিংসা ও বিদ্বেষের প্রসার ঘটিয়ে আমরা আমাদের বিপক্ষ শক্তিকে দমন করবো।

৯

অতঃপর যখন সেই শুভক্ষণ উপস্থিত হবে এবং আমাদের রাজার সিংহাসনে বসার সময় আসবে, তখন এই জনগণই রাজার বিরুদ্ধে আসন্ন সকল বাঁধা বিপত্তিকে রুখতে সদা প্রস্তুত থাকবে।

১০

অইহুদিদের নিয়ন্ত্রন করতে নিযুক্ত আছে আমাদের বিজ্ঞজনেরা। তাদের ইশারা ব্যাতীত অইহুদিরা আজ চিন্তা করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। ফলে আমাদের মহান রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে আমরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবো তা তারা চিন্তাও করতে পারে না। আমরা যখন ক্ষমতায় আসবো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অপরিহার্য কিছু বিষয় শেখানো হবে যা সকল জ্ঞানের মূল। এ শিক্ষা মানব অস্তিত্বের ভিত্তি জ্ঞান, যার মাঝে আছে- জীবনের কাঠামো এবং সামাজে টিকে থাকার বিদ্যা। আর সেইটা বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন হয় শ্রম বিভাজন।

মানবীয় কার্যকলাপের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য আমাদের সকলের বোঝা উচিত। (সমতা আসলে কেবল একটা বুলি মাত্র;) লক্ষ্যের ভিন্নতার কারণে মানুষে মানুষে কাজের পার্থক্য তৈরি হয়। তাই সত্যিকারের সমতা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। ধরুন, একজন একটা কাজ

[12] ইতিহাসের পাতা থেকে ঘুরে আস যাক। মধ্যযুগে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ছিল ইউরোপে। অর্থাৎ, এখন আমরা যেমন কর্মী ফায়ার করি কিংবা জব সুইচ করি সেই ব্যবস্থা ছিল না। মালিক এবং শ্রমিক ছিল একে অন্যের জন্য নির্দিষ্ট। ইংরেজিতে মালিককে বলা হতো লর্ড এবং মালিকের স্ত্রী ছিল লেডি। মালিক এবং মালিকের পরিবারই হচ্ছে সম্ভ্রান্ত পরিবার। আর সম্মিলিতভাবে এই সম্ভ্রান্তরা হচ্ছে সম্ভ্রান্ত শ্রেণী। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হাতে জমির মালিকানা থাকতো এবং সেই জমিতেই কাজ করতো বাকিরা। একজন লর্ড বা জমিদারের মৃত্যুর পরে তার সন্তান জমিদারি পেতো এবং একজন কৃষকের মৃত্যুর পরে তার সন্তান বাবার হাল ধরতো। এই প্রোটকলে বলা হচ্ছে বর্তমান অবস্থার তুলনায় তখন শ্রমিকদের অবস্থা আরও ভালো ছিল কারণ বর্তমান ব্যবস্থায় মালিক শ্রমিকদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক কেবল টাকার। তাই সবাই ক্ষুধা ও দারিদ্রের ভয়ে টটস্থ। আর এই শক্তিকে কাজে লাগিয়েই টিকে আছে পুঁজিবাদ।

করলো যেটার প্রভাব পুরো জাতির উপর পড়ে, অন্যদিকে আরেকজন এমন একটা কাজ করলো যার ফলাফল শুধু তার উপর বর্তায়। তাদের দুজনকেই কি আইনের চোখে সমান? সেই সুযোগ কী আছে?

সামাজিক কাঠামোর সবচেয়ে গভীর যেই জ্ঞান আমাদের কাছে আছে, তা আমরা অইহুদিদের কাছে পৌঁছতে দেই না। সব কাজ ও পদ একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ করে রাখা যেন সেই গণ্ডির মানুষদেরকে অতিরিক্ত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা করা না লাগে। ফলে কর্মক্ষেত্রের সাথে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পড়াশোনা করার ভোগান্তি তাদেরকে বহন করতে হয় না। নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করার পর একজন মানুষ স্বেচ্ছায় গন্ডিবদ্ধ হতে চাইবে। সে যে বিষয়ে জানে না সে বিষয়ের কর্তৃত্ব সমর্পণ করবে রাষ্ট্রের কাছে।

বর্তমানে সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে মিডিয়ার (বা প্রেসের) উপর অন্ধ বিশ্বাস করানোর হচ্ছে।[13]

এভাবে তারা ভ্রান্তি এবং অজ্ঞানতার ফলে নিজের চেয়ে উপরে থাকা সবার প্রতি নিঃশর্ত বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকবে। কারণ সামাজিক পদবিন্যাস ও এর সিলসিলার গুরুত্ব তারা বুঝতে পারে না।

ইহুদিরা নিরাপদ থাকবে

১১

জনতার মাঝে গড়ে ওঠা রোষ ও ঘৃণা জ্যামিতিক হারে বাড়ানো হবে এক চরম অর্থনৈতিক সংকটের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক সংকট আঘাত আনবে শেয়ার বাজার এবং শিল্পখাতে।[14]

---

[13] *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media* বইতে লেখক নোয়াম চমস্কি ব্যাখ্যা করেন কীভাবে ম্যাস মিডিয়ার মাধ্যমে জনমত নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তার মতে, "গণমাধ্যম হল এমন একটি কার্যকর ও মতাদর্শিক প্রতিষ্ঠান যা সরকার ব্যবস্থার সমর্থন যোগাতে বর্ননা তৈরি করে। এটা করার জন্য সে বাজার ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা, সেলফ সেন্সরশিপ প্রয়োগ করে। সেই সাথে জনমতের উপর প্রকাশ্য বলপ্রয়োগও করে থাকে।"

[14] ১৯৩০ সালের মহামন্দাকে বোঝানো হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ সেই সময় শেয়ার বাজারে স্মরণকালের সর্বোচ্চ ধ্বস নামে বিশ্বব্যাপী এবং সেই ধ্বস নামে মূলত ব্যাংক দ্বারা মুদ্রা সংকোচের ফলে। শিল্পখাত ব্যপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় মহামন্দায় এবং বেকারত্ব তুঙ্গে উঠে।

পৃথিবীর তাবৎ স্বর্ণ আমাদের হাতেই কুক্ষিগত। এই মজুদকৃত স্বর্ণের অর্থনৈতিক শক্তি খাটিয়ে আমরা সংকট তৈরি করবো। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট পুরো বিশ্বের জনগণকে প্রভাবিত করবে এবং আন্দোলনরত শ্রমিকরা পুরো ইউরোপের রাজপথে নেমে আসবে। জনগণ ভাববে শাসকের অপারগতার কারণে তৈরি হয়েছে এই সংকট। কারণ শিশুকাল থেকে তারা শাসকদেরই আপরাধী হিসেবে জেনে এসেছে। উন্মত্ত জনতা স্বল্প জ্ঞানে যাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবে তাকেই পাকড়াও করবে এবং রক্তপাতের অবতারণা করবে। তারপর তারা সম্পদ লুট করবে।[15]

১২

আমাদের ধন সম্পদ তারা ছুঁতেও আসবে না কারণ জনতার আক্রমণের সময় আমাদের আগেই জানা থাকবে। ফলে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা আগেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাখব।[16]

১৩

আমরা দেখিয়েছি প্রগতি (Progressive ideology) অইহুদিদের যৌক্তিকতার ছায়াতলে নিয়ে আসবে। আমাদের স্বৈর শাসনও ঠিক এটাই হবে। কারণ এর বিজ্ঞ বল প্রয়োগই প্রগতিশীলতার বিশৃঙ্খলা দমন করে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে উদারনীতি উপড়ে ফেলা সম্ভব।

১৪

মানুষ একসময় দেখলো সব ধরণের ছাড় বন্ধ হয়ে গেছে। স্বাধীনতার নাম ধরে সে নিজেকে স্বার্বভৌম শাসকের আসনে বসিয়েছিল, এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার দিকে বীর দর্পে আগাচ্ছিল। কিন্তু স্বভাবতই, অন্ধ মানুষ যেমন নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলতে গিয়ে শেষমেষ পাথুরে দেয়ালে যেয়ে হোচট খায়, আমজনতার ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা। এই দুঃসময়ে তারা ছুটে যায় পথপ্রদর্শকের খোঁজে। জনতার হাতে রাষ্ট্রকে পূর্বের সোনালি দিনে

---

[15] এই অংশ পড়লে মনে হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেন দলিল লেখক নিজ চোখে দেখেছিল যদিও দলিলটি বিপ্লব সংঘটিত হবার বেশ আগে লেখা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল ইউরোপের ইতিহাসে রক্তপাত ও সম্পদ জব্দের বৃহত্তম নজির। তবে এই প্রেক্ষাপট একদিনে তৈরি হয়নি। তার আগে বহু বছর ধরে প্রচরণা ও লেখালেখি চলে এসেছিল। এমনকি কার্ল মার্ক্স নিজে ইহুদী ছিলেন (পরবর্তীতে অবশ্য নিজেকে নাস্তিক দাবী করেন)।

[16] একটি ঐতিহাসিক তথ্য - সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা বিশ্বব্যাপী ইহুদীদের সম্পদ এবং ক্ষমতা ধংস করে নাই। একই বাস্তবতা আমরা দেখতে পাই অর্থনৈতিক মন্দাগুলোতে। প্রায় প্রতিটি মন্দা শেষে ইহুদী জোট আরও শক্তিশালী রূপে বিজারমান হয়।

ফিরিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা কখনোই ছিল না। আর তাই এখন ঘটনার প্রেক্ষাপটে তারা রাষ্ট্রের সার্বিক ক্ষমতা আমাদের পদতলে ন্যস্ত করে।

ফরাসি বিপ্লবের কথা মনে আছে? এই বিপ্লবকে সবার চোখে আমরাই 'মহান' করে তুলেছিলাম। কারণ আমরাই গোপণে এর পরিকল্পনা করেছিলাম এবং আমাদের হাতেই তা রূপলাভ করেছে।[17]

১৫

আমরা মানুষকে এক বিভ্রান্তি থেকে আরেক বিভ্রান্তির চক্রে ঘুরিয়ে চলছি যাতে দিনশেষে তারা আমাদেরই মুখাপেক্ষী হয়। দিনশেষে তারা যেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত রাজার আগমনের প্রতীক্ষারত থাকে। আমাদের সেই জায়ন রক্তের রাজার অপেক্ষায়, যাকে আমরা এই পৃথিবী শাসন করার জন্য প্রস্তুত করছি।

১৬

বর্তমানে আমরা আন্তর্জাতিক পরাশক্তি হিসেবে অপ্রতিরোধ্য। কারণ আমরা কোন দেশে আক্রমণের শিকার হলে অন্যান্য দেশ সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে লড়াই করবে।[18]

অইহুদিদের চরিত্র বড়ই আজব। স্বৈরশাসকদের ভয়ে তারা মাটিতে বুক ঠেকিয়ে চলে! কিন্তু দূর্বলের প্রতি হয় সে নিষ্ঠুর। তাদে নিজেদের অপরাধপ্রবণতা প্রবল - স্বাধীন সামাজিক ব্যবস্থায় তারা মানিয়ে চলতে পারে না কিন্তু স্বৈরশাসন রোধ করতে তারা জান দিতেও রাজি!

এসকল দ্বিমুখি আচরণের কারণেই অইহুদিদের উপর আমরা বিজয় লাভ করেছি। আমাদের থেকে যতো স্বৈরাচার তারা নিরবে হজম করে গেছে এবং যতো অন্যায় মাথা

---

[17] ফ্রেঞ্চ সেক্যুলারিজম এর উৎপত্তি ফরাসি বিপ্লবের হাত ধরেই। বিপ্লবের আগে ফ্রান্স শাসিত হতো রাজতন্ত্রে। সেখানে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অভিজাত শ্রেণির আর চার্চের। ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ধর্মকে ব্যাক্তিকেন্দ্রিক করে ফেলা হয়। আর অভিজাত শ্রেণির হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে দেয়া হয় বুরুক্রেট নামন এক নতুন বুর্জোয়া শ্রেণিকে। ফরাসি বিপ্লবের সময় অভিজাত বুদ্ধিজীবি শ্রেণিদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালানো হয়।

[18] ইজরায়েল কোন যুদ্ধে পতিত হলে আমেরিকা ও ইউরোপের ক্ষমতাধরেরা কেমন আপন সন্তানের মতো ইজরায়েলকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তা আশা করি কারো চোখ এড়ায়নি। ১৯৪৮ সালের আরব ইজরায়েল যুদ্ধে ইজরায়েল পুরো আরব বিশ্বকে একাই হারিয়ে দেয় যদিওবা সেই বছরই মাত্র ইজরায়েল রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এমনটা হয়েছিল একমাত্র পশ্চিমের নিরবিচ্ছিন্ন সহায়তার কারণেই। এরপর থেকে যতবার ইজরায়েল যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে থেকে ততোবারই একইরকম সাহায্য পেয়ে এসেছে। সম্প্রতি হামাসের সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই আমেরিকা ইজরায়েলকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সহায়তা পাঠাতে থাকে।

গুঁজে মেনে নিয়েছে তার কিয়দাংশও যদি আগের যুগের শাসকরা করতো, বিশজন রাজার শির ধড় থেকে আলাদা করে ফেলতো।

১৭

এর ব্যাখ্যা কী? আমাদের স্বৈরশাসনের প্রতি জনতার নিরব প্রতিক্রিয়ার কারণ কি?

১৮

ব্যাখ্যাটা হচ্ছে, (আমাদের) স্বৈরশাসকরা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। প্রতিনিধিরা জনগণকে বোঝায় যে আপাত অন্যায় শাসনের মাধ্যমে তাদের সাময়িক কষ্ট দেওয়া হচ্ছে এক মহান উদ্দেশ্য সফল করার জন্য। সেই মহান উদ্দেশ্যের মাঝে আছে- জনকল্যান নিশ্চিতকরণ, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাকরণ।

অবশ্যই তাদেরকে এটা জানানো হয় না যে এই মেকি আশ্বাসের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের শাসনের পথকে সুগম করছি।

১৯

জনগন মনে করছে সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারবে। সে এখন নীতিবান ও নিরপরাধকে অপরাধী সাব্যস্ত করছে। চমৎকার; এভাবেই সমাজের সমস্ত স্তরে স্থবিরতা নষ্ট হয়ে বিশৃঙ্খলার উত্থান হচ্ছে।

২০

‘স্বাধীনতা’ নামের পরশপাথর হাসিলের জন্য যেকোন শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সবাই একত্র হয়ে যায়। যেকোন কর্তৃপক্ষ, এমনকি সৃষ্টিকর্তা ও প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করতেও তারা পিছপা হয় না। তাই যখন আমরা রাজ্য কায়েম করতে সফল হবো, জীবনব্যবস্থার অভিধান থেকে স্বাধীনতা শব্দটি গায়েব করে দিব। স্বাধীনতা শব্দটিকে ব্যাখ্যা করবো এক প্রকার পশুবৃত্তি হিসেবে যার জোরে জনতা নিজেদেরকে রক্তপিপাসু হিংস্র প্রাণিতে পরিণত করে।

২১

এই রক্তপিপাসু প্রাণিরা আকন্ঠ রক্তপানের পর শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় তাদেরকে শেকলবদ্ধ করা সহজ হয়। তাই পর্যাপ্ত রক্ত পান করতে না দিলে তারা শান্ত হবে

না এবং সংগ্রাম বজায় রাখবে।[19] (শেকল পরানোর আগে তাদের রক্ত পিপাসা মেটানো আবশ্যক।)[20]

৪ নং প্রোটোকল

১

সব দেশই বেশ কিছু পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যায়। প্রথমেই আসে উন্মত্ত জনতার বেসামাল বিদ্রোহের পালা। তাদের নাঙ্গা নৃত্যে ছেয়ে যায় চারপাশ।

দ্বিতীয় ধাপে কতিপয় ফাঁপা বুলির আওড়াতে থাকা নেতা এবং অরাজকতা। ধাপে ধাপে সেখান থেকে উদয় হয় স্বৈরাচারের।

এই স্বৈরাচার মোটেই ন্যায়সঙ্গত স্বৈরশাসন নয়। এই স্বৈরাচার চোখের আড়ালে থাকা গোপণ সংঘের মাধ্যমে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। এই পুরো ব্যবস্থার কলকাঠি নাড়া হয় পর্দার আড়াল থেকে। এখানে নীতি-নৈতিকতার কোন বালাই নাই।[21]

মাঠপর্যায়ের যেই এজেন্টরা পরিষদের অংশ হিসেবে শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সময়ে সময়ে ইস্তফা দিয়ে নতুন মানুষ নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে সংগঠনের মূল লক্ষ্যে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। বরং ক্রমাণ্বয় পরিবর্তনের কল্যণে মূল এজেন্ডা আরও শক্তিশালী এবং দীর্ঘজীবী হয়।

২

একটা অদৃশ্য শক্তিকে উৎখাত করার ক্ষমতা কি কারো আছে? এই অদৃশ্য থাকতে পারাটাই আমাদের আসল শক্তি। অইহুদি সংস্থা ও ব্যবস্থাপনা আমাদের লুকিয়ে থাকার পর্দা হিসেবে

---

[19]সরকার জনগণকে সেই পরিমাণই আন্দোলন আস্ফালন করতে দেয় যে পরিমাণ করলে জনতার আক্রোশ কমে স্তিমিত হবে এবং কোণ বড় ধরণের মহাজাগরণ তৈরির মতো ক্ষোভ মনে বাকি থাকবে না।

[20] অর্থাৎ, জনগণকে স্বাধীনতার জন্য সাময়িক আস্ফালন করতে দেয়া হবে যাতে সে ইচ্ছেমতো উচ্চবাচ্য করে ক্ষান্ত হয় এবং ইহুদিরা নির্বিঘ্নে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারে।

[21] অতি সম্প্রতি এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখেছি আমরা লিবিয়াতে। সেখানে উন্মত্ত জনতা বেসামাল বিদ্রোহের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করে। তারপরে দেশটি হয়ে যায় একটি নেতৃত্ববিহীন, আইন বিহীন বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র। পরবর্তীতে ছোট ছোট স্বৈরশাসক অঞ্চল গড়ে ওঠে লিবিয়াতে যার পিছে ছিল বিদেশী দেশ ও বিভিন্ন সংস্থার হাত। কেবল লিবিয়া না, আফ্রিকার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ রাষ্ট্র কঙ্গোতেও একই অবস্থা বিরাজমান। সিরিয়া এবং ইরাকেও আমরা একই মডেল দেখেছি তবে ইরান ও রাশিয়ার কারণে সমীকরণের মোড় ঘুরে যায়।

কাজ করে। এভাবে আমাদের পরিকল্পনা ও শক্তিমত্তা অগোচরেই রয়ে যায়। এমনকি যেসব স্থানে আমরা সবচেয়ে সক্রিয় সেটাও কারো চোখে ধরা পড়ে না।[22]

সৃষ্টিকর্তার ধ্বংস আমাদের হাত ধরে আসবে

৩

চলমান রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা নিশ্চিত করে অসম্ভব। কিন্তু ধর্ম ও স্রষ্টায় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সেই স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। স্রষ্টায় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা স্বাধীনতা সমাজের জন্য কখনোই ক্ষতির কারণ হয় না। এই ধরনের স্বাধীনতা বিশ্ব মানবতার ভাতৃত্বে বিশ্বাস করে। তবে সমতা নামক নয়া ধারণার সাথে এর সম্পর্ক নাই। কারণ সমতা সৃষ্টিতত্ত্বের সাথেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতি নিজেই সমতার বিরুদ্ধাচরণ করে একজনকে অন্যজনের অধীন করে দিয়েছে[23]।

ধর্মীয় আইনের আওতায় থাকা সমাজ ও সম্প্রদায় স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে সৃষ্টিকর্তার আদেশ মেনে চলার ফলেই। এটা একটা সামাঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা। এর ফলে সমাজে বিরাজ করে শান্তি ও সফলতা। ঠিক এজন্যই পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম বিশ্বাসকে

---

[22] একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক। আমেরিকাতে ইহুদিদের অসংখ্য লবিং গ্রুপ আছে যাদের কাজই হচ্ছে আমেরিকার বৈদেশিক পলিসিকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যা ইহুদিগোষ্ঠীর পক্ষে যায়। প্রকৃতপক্ষে যাদের হাতে ক্ষমতা তারা আড়ালেই থেকে যায় আর বইরে থেকে জনসাধারণের কাছে ব্যাপারগুলো ভিন্নভাবে ধরা দেয়। লবির সিংহভাগ ইহুদি আমেরিকানদের নিয়ে গঠিত যারা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি যাতে তারা ইসরায়েলের স্বার্থ বলে বিশ্বাস করে তা নিশ্চিত করতে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতিহাসবিদ মেলভিন আই. উরোফস্কির মতে, "আমেরিকান ইতিহাসে অন্য কোন জাতিগোষ্ঠীর বিদেশী জাতির সাথে এত ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ততা নেই।" স্টিভেন টি. রোজেনথাল, লিখেছেন যে "*1967* সাল থেকে... অন্য কোনো দেশ নেই যার নাগরিকরা অন্য কোনো দেশের সাফল্যের জন্য এতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়নি যতটা আমেরিকান ইহুদিরা ইসরায়েলের জন্য হয়েছে।" ১৯৮১ সালে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট এইচ. ট্রাইস ইসরায়েলপন্থী লবিকে "অন্তত ৭৫টি পৃথক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত বলে আখ্যা দেন - যার বেশিরভাগই ইহুদি সংগঠন। এগুলো ইসরায়েলি সরকারের বেশিরভাগ কর্ম এবং নীতি অবস্থানকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে।" এই গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের কার্যকলাপ কেবল রাজনীতিবিদ বা সংবাদ সংস্থাকে চিঠি লেখা, ইসরায়েল-পন্থী রাজনৈতিক প্রার্থীদের আর্থিক অবদান এবং এক বা একাধিক ইসরায়েলপন্থী সংগঠনকে সক্রিয় সমর্থন দেওয়ার জন্য ইসরায়েলপন্থী প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। সংগঠনগুলোর নেতারা প্রায়ই তাদের এজেন্ডা জানাতে সরাসরি সরকারের সাথে যোগাযোগ করেন। *(Page 115, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy by John Mearsheimer)*। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন - আমারিকার সরকারের অর্থ যোগান দিচ্ছে সেই দেশের জনগন কিন্তু তাদের অর্থ ব্যবহার করেই ইহুদীরাহাসিল করে চলছে নিজেদের স্বার্থ। এমনকি গালি ও ঘৃণার শিকার হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সেই দেশের জনগণই। বিভিন্ন দেশে তারা হত্যার টার্গেটেও পরিণত হচ্ছে। আর পিছন থেকে কলকাঠি নাড়িয়ে ইহুদীরা নিরাপদ জীবন যাপন করছে।

[23] কারোই পরম স্বাধীনতা নেই। দিনশেষে সবাই কিছু না কিছুর অধীন।

হেয় প্রতিপন্ন করে অইহুদিদের মস্তিষ্ক থেকে খোদার অস্তিত্ব সমূলে উপড়ে ফেলে সেই স্থানে জাগতিক চাহিদা ও বৈষয়িক হিসেব-নিকেশ বসিয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত।[24]

৪

অইহুদিদেরকে ভাবনা চিন্তার জন্য কোন প্রকার সময় দেওয়া যাবে না। তারা যাতে চিন্তার ফুরসত না পায় সেজন্য তাদের অন্তরকে ব্যবসা বাণিজ্যের চিন্তায় আবিষ্ট করে রাখতে হবে। এভাবে পৃথিবীর সবাই মুনাফা অর্জনের নির্মম প্রতিযোগিতায় মনোযোগী হয়ে নিজেদের শত্রুর ব্যাপারে একেবারেই বেখেয়াল হয়ে পড়বে।

আমরা বাজারব্যবস্থা ও সম্পদের মূল্যমানের সাথে অনুমানভিত্তিক লেনদেন বা speculation জুড়ে দিব[25]। এ কাজ করা হবে যাতে নব্য মুনাফা অর্জনের আকাঙ্ক্ষার জোয়ারে ভেসে অইহুদিদের সমাজ নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলে। যে সম্পদই শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো অর্জন করবে তা তাদের হাত ফসকে চলে যাবে আমাদের স্পেকুলেটিভ

---

[24] আল্লাহ তা'লা কুরআনে বলেন, *"দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গীবতকারী। যে সম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে। সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরজীবি করবে।" (সূরা হুমাযাহঃ ১-৩)* খেয়াল করলে দেখা যাবে বর্তমান দুনিয়া কুরআনের শিক্ষা ও স্বাভাবিক মানবীয় প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলছে। আধুনিক দুনিয়ার বিশ্বাসের তিন স্তম্ভ হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতা *(Individualism)*, পুঁজিবাদ *(Capitalism)* ও ধর্মহীনতা *(Secularism)*। খোদার আইনের স্থলে ঈমানের জায়গা দখল করেছে এই নীতিগুলো। ফলে পৃথিবীজুড়ে বিরাজ করছে অসামান্য ভোগবাদ ও চাওয়া পাওয়ার অনিঃশেষ চক্র। আরেকটি বিষয় হচ্ছে বিশ্বব্যাপী নাস্তিকতার চর্চা তাদেরই মিশনের অংশ।

[25] স্পেকুলেশন হচ্ছে বিনিয়োগ বিবর্জিত টাকা খাটানোর উদ্যোগ। অর্থাৎ, আমরা যখন বিনিয়োগ করি তখন একটি ব্যবসায় টাকা খাটাই। সেখানে কিছু উৎপাদন হয় অথবা সেবা প্রদান করি এভাবে আয় রোজকার করি। শেয়ার মার্কেটের কোন কোম্পানির ব্যবসা পার্টনার হওয়ার উদ্দেশ্যে যদি দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তায় শেয়ার কিনি সেটাও বিনিয়োগ। কিন্তু কিছু বুঝে না বুঝে জুয়ার মত ব্যবসা বিবর্জিত ইনভেস্টমেন্ট গুলো হচ্ছে স্পেকুলেশন? উদাহরণস্বরূপ ক্রিপ্টো কারেন্সি কী তা আপনি জানেন না। কেবল জানেন জেড ক্যাশের দাম বাড়ছে। আপনি আশা করছেন আরও দাম বাড়বে। ব্যস শুরু হলো কেনা। আবার মনে করলেন এই বুঝি দাম পড়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে বিক্রি করলেন। তারপর মনে হলো ডলারের দাম বেড়ে যাবে। ব্যস ডলার কিনে ফেললেন। তারপরে গোল্ড কিনলেন, এগুলো বেচে মনে হলো কয়েকটা শেয়ার কিনে ফেলি। তার পরের দিন ৩% লাভে সেই শেয়ার বিক্রি করে আরেকটা ধরলেন ইত্যাদি। আচ্ছা, আপনি কি ব্যবসায়ী? নাকি জুয়া খেলছেন? আপনার ব্যবসাটা কী? উত্তর হচ্ছে আপনি ব্যবসায়ী না। আপনি একজন স্পেকুলেটর। স্পেকুলেশনের বড় মার্কেট হচ্ছে ফরেক্স ট্রেডিং, ক্রিপ্টো ট্রেডিং, কমোডিটি ট্রেডিং থেকে শুরু করে, কৃষি পণ্য পর্জন্ত কিছুই বাদ পড়ছে না। ইসলামের দৃষ্টিতে স্পেকুলেশন হারাম। কিন্তু দিন দিন এই স্পেকুলেশনের বাজার বড় হচ্ছে। আমরা এখন শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে জমি, ফ্ল্যাট, মার্কেট এমনকি চিকিৎসা পণ্যে পর্যন্ত স্পেকুলেশন দেখছি যার কারণে হুট করে দেখি একটা বস্তুর দাম বেড়ে আকাশে উঠে যায় আবার কিছুদিন পরে নেমে যায় পাতালে।

মার্কেটে[26]। আর এ মার্কেট যেহেতু আমাদের দখলে, দিনশেষে সব আমাদের হাতেই আসবে।[27]

৫

সম্পদ অর্জনের নির্মম প্রতিযোগিতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার নিত্য উত্থান-পতনের প্রভাব সমাজের উপর পড়বে। ফলে তৈরি হবে হৃদয়হীন, শীতল এবং স্বাভাবিক অনুভূতি ক্ষমতাহীন এক সমাজ। সত্যি কথা বলতে ইতিমধ্যেই সমাজের অবস্থা এমন হয়ে গেছে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনগুজার করা সবাই দেশের নেতৃবৃন্দের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতে বাধ্য। এমনকি ধর্মের প্রতিও তাদের বিতৃষ্ণা জন্মাবে তাদের।

তখন তাদের ঈশ্বর হবে মুনাফা। এই মুনাফা বলতে বোঝায় স্বর্ণ মজুদ করা। স্বর্ণ মজুদ করার ক্ষমতা থেকে তারা এক গুপ্ত সংগঠন দাঁড় করাবে যার কাজই হবে জাগতিক ও বস্তুগত ভোগ বিলাসিতাকে বাড়ানো।

এরপর আসবে সেই কাঙ্ক্ষিত সময় যখন সুবিধাভোগীদের ক্রমবর্ধমান বিলাসী জীবনযাপনে অতিষ্ঠ হয়ে নিম্নশ্রেণীর অইহুদিরা বিক্ষোভ করে বসবে। সম্পদ অর্জন কিংবা জনতার মঙ্গল সাধনের লক্ষ্যে এই আন্দোলন করা হবে না। নিম্নশ্রেণীর করা এই আন্দোলন হবে লক্ষ্যহীন। এটা কেবলই হবে ক্ষমতাশীলদের প্রতি জমে ওঠা ক্ষোভের বিস্ফোরণ। শ্রেণিবৈষম্যের উপর ক্ষুব্ধ দরিদ্র গয়িমরা আমাদের নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবী সমাজের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে।

---

[26] ডেরাইভেটিভ বাজার, ফরেক্স, কমডিটি ট্রেডিং এবং বেশ কিছু অংশে শেয়ার ও বন্ড বাজার

[27] বাহ্যিকভাবে স্পেকুলেটিভ মার্কেট নিরপেক্ষ মনে হলেও বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত।
Statista.com এর তথ্য মতে ২০২১ সাল পর্যন্ত পুরো বিশ্বের মোট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটের পরিমাণ ৪৮৬.৬ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার। এর মাঝে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ৫০টি অ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট কোম্পানির মোট অ্যাসেট পোর্টফোলিও ছিলো ৭৫.১৬৯ ট্রিলিয়ন ডলার। লিস্টে সবার উপরে ছিল *BlackRock*। তাদের একটা বিশেষ সফটওয়্যার আছে যেটার নাম *Aladdin (Asset, Liability and Debt and Derivative Investment Network)*।
ব্ল্যাকরক শেষবার আলাদিনের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করেছিল *2017* সালের ফেব্রুয়ারিতে, যখন এটি *20* ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল। পাবলিক ডকুমেন্টগুলি দেখায় যে বর্তমানে এর এক তৃতীয়াংশ ক্লায়েন্টের মোট অ্যাসেটের পরিমাণ *$21.6* ট্রিলিয়ন ডলার। যা বিশ্বব্যাপী স্টক এবং বন্ডের *10* শতাংশের সমতুল্য। টেক জায়ান্ট অ্যাপল, মাইক্রোসফট এবং গুগল সবাই আলাদিন ব্যবহার করে। *(The Financial Technology Report, "BlackRock's Powerful Aladdin Platform, Over $20 Trillion And Counting", Accessed: 13 Jan, 2024)*
বিশ্বের বেশিরভাগ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট যখন মাত্র কয়েকটা কোম্পানির হাতে তখন সেই স্পেকুলেটিভ মার্কেটে নিরপেক্ষতা না থাকাই স্বাভাবিক। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড ব্ল্যাকরক এর কর্ণাধার ল্যারি ফিংক একজন ইহুদি।